শুভেচ্ছা বাণী

ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্বশীলতার (সিএসআর) মাধ্যমে কেবলমাত্র আমাদের প্রতিবেশী, গ্রাম, শহর কিংবা দেশেরই পরিবর্তন সাধিত হয় না, বরং সমগ্র বিশ্বেই এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। যে কোনো স্তরে, যে কেউই ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্বশীলতা (বা সামাজিক দায়িত্বশীলতা) দক্ষতা দেখাতে পারে। সামাজিক দায়িত্বশীলতায় শুধুমাত্র বড় প্রতিষ্ঠান নয়, সকলেই অংশগ্রহণ করতে পারে। এর প্রভাব যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা খাতের স্বাভাবিক কাজের ধারাকে রাতারাতি পালটে দিতে পারে। কোনো প্রতিষ্ঠান যখন সামাজিক দায়িত্বশীলতা বাস্তবায়ন করে, তা মানবাধিকার ও পরিবেশ রক্ষার্থে উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করে।

কানাডা নিজ দেশে ও দেশের বাইরে সামাজিক দায়িত্বশীল কর্মকান্ডে সমর্থন দিয়ে আসছে। কানাডা অন্যান্য দেশের সাথে তাদের নিজেদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত স্থায়িত্ব বিধানে ও সম্পদের ব্যবস্থাপনার দক্ষতা আরো বৃদ্ধি করতে এবং মানব ও শ্রমিক অধিকারকে শ্রদ্ধা করতে (যার মধ্যে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ উন্নয়ন অন্তর্ভূত) কাজ করছে, যা নিজ নিজ সরকারের দায়িত্বসমূহ ও ব্যবসায় কর্মকান্ডের মধ্যে একটি ভারসাম্য তৈরি করে।

ক্রমবর্ধমান সংখ্যক কানাডিয়ান বেসরকারি খাত ও নাগরিক সমাজের নেতৃত্বে কানাডাসহ সমগ্র বিশ্বজুড়েই গড়ে উঠতে থাকা বিভিন্ন উদ্যোগের মধ্যে সিএসআর এর গুরুত্ব ক্রমেই প্রতিফলিত হচ্ছে। অনেক কানাডিয়ান কোম্পানিই হয় ব্যক্তিগতভাবে নয়তো নাগরিক সমাজের সাথে কিংবা তাদের সমিতিগুলোর মাধ্যমে দেশে ও দেশের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই তাদের কর্মসম্পাদনের পথ নির্দেশনা দেয়ার লক্ষ্যে আচরণ বিধিমালা তৈরি এবং ঝুঁকি মূল্যায়ন, স্টেকহোল্ডারদের সাথে সম্পর্ক ও প্রতিবেদন প্রণয়নসহ সর্বোত্তম চর্চাসমূহের বিকাশ সাধনে কাজ করছে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে যে সকল কানাডিয়ান কোম্পানি কাজ করছে, কানাডা সরকার তাদের সকলের কাছেই প্রত্যাশা করে যেন তারা সকল প্রায়োগিক আইন ও আন্তর্জাতিক মান মেনে চলে, সংশ্লিষ্ট সরকার ও স্থানীয় জনগনের সাথে পরামর্শক্রমে স্বচ্ছতার সাথে এবং সামাজিক ও পরিবেশগতভাবে দায়িত্বশীল উপায়ে তাদের কর্মসম্পাদন করে। ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্বশীলতার প্রতি কানাডা'র দায়বদ্ধতার একটি মূল বিষয় হচ্ছে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্বেচ্ছাভিত্তিক মানসমূহকে ও বহুপাক্ষিক ফোরামে অংশগ্রহণকে পৃষ্ঠপোষণ করা।

আমি আশা করি, সামাজিক দায়িত্বশীলতা সংক্রান্ত এই নির্দেশনা গ্রন্থটি বাংলাদেশে কর্মরত সকল কোম্পানিকে সামাজিক দায়িত্বশীলভাবে ব্যবসার উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত করবে। এটা ব্যবসার জন্য যেমন উপকারী, দেশের জন্যও তেমন। আমি আশা করি, ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্বশীলতার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নেতৃত্ব দেয়ার বা উদ্ভাবক হবার শক্তি আছে এবং এই নির্দেশনা গ্রন্থটি তারই প্রথম পদক্ষেপ।

হিদার ক্রুডেন
কানাডিয়ান হাই কমিশনার, বাংলাদেশ